০৪/৯/২০০০

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

ইনকিলাব ঃ পলাশী বাজারে বাস চাপা পড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী নিহত হওয়ার প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা রাস্তা অবরোধ করে। ইনসেটে নিহত দর্শন বিভাগের ২য় বর্ষের ছাত্রী চামন আরা পারভীন চম্পা

মিনিবাস চাপায় ঢাবি ছাত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যু

ক্যাম্পাসে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ ❑ গাড়ী ভাঙচুর

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ রাজধানীর পলাশী বাজারের সামনে রাস্তায় গতকাল (মঙ্গলবার) দুপুরে মিনিবাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের এক ছাত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটেছে। তার নাম চামন আরা পারভীন চম্পা (২১)। এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে বুয়েট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা পলাশীর সন্মুখের রাস্তা অবরোধ ও বিভিন্ন স্থানে ৩০/৩৫টি গাড়ী ভাঙচুর করে। উত্তেজিত ছাত্রদের সাথে পুলিশের কয়েকদফা সংঘর্ষ ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনায় একজন পুলিশসহ ৭/৮ জন ছাত্র আহত হয়। পুলিশ বুয়েটের চারজন ছাত্রকে আটক করলেও পরে ছেড়ে দেয়। বর্তমানে ক্যাম্পাসে রিকশা ছাড়া সকল যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে।

জানা গেছে, শামসুন্নাহার হলের ৩০১২ নম্বর কক্ষের আবাসিক ছাত্রী চামন আরা চম্পা গতকাল দুপুরে তার সহপাঠী বন্ধু মাসুদ আহমেদ রানাসহ পলাশীতে বাজার ও নোট ফটোকপি করতে যায়। বাজার নিয়ে রাস্তা অতিক্রমের সময় পশ্চিমদিক থেকে গুলিস্তানগামী ৯ নম্বর একটি মিনিবাস (নং-ঢাকা মেট্রো-চ ৫৩৩২) চম্পাকে ধাক্কা দিলে সে কয়েক গজ দূরে ছিটকে পড়ে। কিন্তু ঘাতক ড্রাইভার বাস না থামিয়ে রাস্তায় পড়ে থাকা চম্পার উপর দিয়েই চালিয়ে

৫-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

ঢাবি ছাত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যু

১-এর পৃষ্ঠার পর

দেয়। ফলে ঘটনাস্থলেই মেধাবী ছাত্রী চম্পার মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে। বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে তার মাথা থেঁতলে যায়। তৎক্ষণাৎ চম্পাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হলে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন। চম্পার বন্ধু রানাও বাসের আঘাতে সামান্য আহত হয়।

নিহত চম্পা দর্শন বিভাগের ২য় বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষা দিচ্ছিল। তার গ্রামের বাড়ী খুলনার পাইকগাছা থানার বাতিবাত্তী গ্রামে। তার পিতা লুৎফর রহমান পাইকগাছা ডিগ্রী কলেজের প্রিন্সিপাল। তারা এক ভাই এক বোন। ভাই মন্টু জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে মাস্টার্স পাস করেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরী, প্রক্টর নূর-উন-নবী, হল প্রভোস্ট সুলতানা শফি, ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মনির হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুল ইসলাম মামুন হাসপাতালে নিহত চম্পাকে দেখতে যান। শামসুন্নাহার হল ছাত্রদল সভানেত্রী হালিমা খান লুচি ও সাধারণ সম্পাদিকা নূরজাহান বেগম শান্তার নেতৃত্বে ছাত্রীরা একটি শোকর‍্যালি বের করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যায়। ছাত্রীরা চম্পার লাশের কফিনে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে গতকাল বাদআছর নামাজে জানাযা শেষে চম্পার লাশ গ্রামের বাড়ী খুলনায় নিয়ে যাওয়া হয়।

এদিকে বাস চাপায় চম্পার করুণ মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে বুয়েট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ হয়ে রাস্তায় নেমে পড়ে। উত্তেজিত ছাত্ররা পলাশী এলাকায় ৩টি মিলিবাস ভাঙচুর করে রাস্তা অবরোধ করে রাখে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএম হলের ছাত্ররাও বিক্ষোভে যোগ দেয়। ছাত্ররা অভিযোগ করে, চম্পাকে চাপা দেয়ার পর পলাশী মোড়ে কর্তব্যরত লালবাগ থানার জনৈক ট্রাফিক পুলিশ সার্জেন্ট মোটর সাইকেলে ধাওয়া করে বাসটিকে আটক করতে পারত। কিন্তু পুলিশের অবহেলায় বাস ড্রাইভার পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা 'ক্যাম্পাসের সামনে দিয়ে কোন গাড়ী চলবে না', 'অবিলম্বে ফ্লাইওভার নির্মাণ কর করতে হবে', 'আমার বোন মরলো কেন কর্তৃপক্ষ জবাব চাই' প্রভৃতি শ্লোগান দেয়। বুয়েটের ছাত্র-ছাত্রীরা তাৎক্ষণিকভাবে একটি শোক র‍্যালীও বের করে। পলাশীতে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে ছাত্ররা পুলিশের একটি গাড়ীর পেছনের জানালার কাঁচ ভাঙচুর করে। বেলা পৌনে দু'টার দিকে বুয়েটের ৪০/৫০ জন ছাত্র মিছিল নিয়ে নীলক্ষেত এলাকায় গিয়ে ৭/৮টি মিনিবাস ভাঙচুর করে। উত্তেজিত ছাত্রদের নিবৃত্ত করতে পুলিশ এ সময় টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ এবং মৃদু লাঠিচার্জ করলে কয়েকজন ছাত্র আহত হয়। পুলিশ চার জন ছাত্রকে আটক করে। আহতদের মধ্যে আছে শেরেবাংলা হলের ছাত্র মাসুম ও রশীদ হলের ছাত্র মঈন। এদিকে চার ছাত্রকে আটক করার খবর শুনে পলাশীতে ছাত্রদের বিক্ষোভ আরও জঙ্গী রূপ ধারণ করে। ছাত্ররা এ সময় পুলিশের প্রতি ইটপাটকেল নিক্ষেপ করলে ছাত্রদের সাথে পুলিশের কয়েক দফা ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয়। এতে একজন পুলিশসহ ৩/৪ জন ছাত্র সামান্য আহত হয়। আহতদের মধ্যে আছে এসএম হলের ছাত্রদল কর্মী মাহবুব। বেলা আড়াইটার দিকে দুই প্লাটুন পুলিশসহ পুলিশের একটি গাড়ি এসএম হলের সামনে দিয়ে পলাশীর আসতে চাইলে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা গাড়ী লক্ষ্য করে বৃষ্টির মত ইটপাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। এতে উত্তেজিত পুলিশদের কয়েকজন ছাত্রদের দিকে তেড়ে এলে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়। পুলিশের এডিসি মারুফ এ সময় ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে পুলিশদের নিবৃত্ত করলে পরিস্থিতির আর অবনতি ঘটেনি। এর কিছুক্ষণ পর ছাত্রদল নেতা মাসুম বিল্লাহর নেতৃত্বে এসএম হলের ছাত্রদের একটি বিক্ষোভ মিছিল গোটা ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে পুনরায় পলাশী মোড়ে এসে অবস্থান নেয়। এ সময় ছাত্ররা টিএসসি, নীলক্ষেত ও এফ রহমান হলের সামনে ১০/১২টি গাড়ী ও মিনিবাস ভাঙচুর করে। পলাশীতে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে ছাত্ররা বাস ড্রাইভারের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও চম্পার পরিবারকে ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং ক্যাম্পাসে যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ করার দাবী জানায়। ছাত্রদল নেতা মাসুম বিল্লাহ, সাইমুম, মাহবুব, রিপন প্রমুখ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। বিকাল পাঁচটার দিকে ছাত্রদল সভাপতি নাসির উদ্দিন আহমদ পিন্টু এমপি'র অনুরোধে ছাত্ররা পলাশী থেকে অবরোধ তুলে নেয়। এদিকে টিএসসি, শাহবাগ, নীলক্ষেত, চানখারপুল এলাকায় ও ঢাকা কলেজের সামনে ছাত্ররা ১০/১২টি গাড়ী ভাঙচুর করে। টিএসসিতে ভাঙচুর করার সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি'র গাড়ী ছাত্রদের কবলে পড়ে। ভিসিকে চিনতে পারায় ছাত্ররা গাড়ীটির কোন ক্ষতি করেনি। সন্ধ্যায় টিএসসি এলাকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সাদা দলের নেতা প্রফেসর মোসলেহ্ উদ্দিন তারেকের গাড়ী ছাত্ররা ভাঙচুর করে।

ছাত্রদের এ বিক্ষোভের কারণে ক্যাম্পাসে সকল প্রবেশ পথে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। রিক্সা ছাড়া অন্য কোন ধরনের যানবাহন ক্যাম্পাস এলাকায় প্রবেশ করতে দেয়া হচ্ছে না।

চম্পার এ অকাল ও নির্মম মৃত্যু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ও শিক্ষকদের দারুণভাবে আহত করেছে। চম্পার বন্ধু-বান্ধব ও সহপাঠীরা যেন শোকে নির্বাক হয়ে পড়েছে। তার হলের বান্ধবীরা জানায়, চম্পা ছিল খুব ভাল আর শান্তশিষ্ট একটি মেয়ে। কারো সাথে তেমন মিশত না। সে ছিল একটু চুপচাপ স্বভাবের। এদিকে ছাত্রদল শামসুন্নাহার হলের সভানেত্রী হালিমা খান লুচি ও সাধারণ সম্পাদিকা নূরজাহান বেগম শান্তা গতকাল এক শোকবার্তায় চম্পার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে ঘাতক বাস ড্রাইভারের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করেছেন।